রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১০ সনের ১৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৮, ২০১০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৫—২৭৪	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৩—৬৬০	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৭—৫০	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৪৯—৫৮৫	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ ফাল্গুন ১৪১৬/১০ মার্চ ২০১০

নং নিকস/প্র-৩/রাদ/৫(৩৫)/২০০৮/৭৯—যেহেতু, Representation of the People Order, 1972 (as amended upto date) এর আওতায় রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধনের জন্য উক্ত আদেশের Article 90D এর শর্তাংশ অনুযায়ী ফ্রীডম পার্টি Provisional constitution জমা দান করিয়া নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করিয়াছিল এবং যাহার প্রেক্ষিতে ফ্রীডম পার্টিকে নিবন্ধন প্রদান করা হইয়াছিল (নিবন্ধন নং ৩৯, তারিখ ২২-১১-২০০৮);

যেহেতু, আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হইবার পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে বা ২৪-০১-২০১০ তারিখের মধ্যে দলের কাউন্সিল কর্তৃক ratified গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার শর্ত থাকিলেও ফ্রীডম পার্টি ঐ তারিখের মধ্যে তাহা জমা দান করে নাই;

যেহেতু, Representation of the People Order, 1972 এর আর্টিকেল 90H এর sub-clause (1)(f) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ratified গঠনতন্ত্র জমা দান না করিলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য এবং নির্বাচন কমিশন এই কারণে ফ্রীডম পার্টির নিবন্ধন বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

এখন, সেহেতু, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে ratified গঠনতন্ত্র জমা না করায় Representation of the People Order, 1972 এর আর্টিকেল 90H এর sub-clause (1)(f) অনুযায়ী ফ্রীডম পার্টির নিবন্ধন (নিবন্ধন নং ৩৯, তারিখ ২২-১১-২০০৮) এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির

সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা কোষ (শ্রম-৫)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ চৈত্র ১৪১৬/২২ মার্চ ২০১০

নং শ্রকম/পকো(শ্রম-৫)/খশিশ্রনী/০১/২০০৬/৮০—গত ১ মার্চ ২০১০/১৭ ফাল্গুন ১৪১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সভায় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ প্রণয়ন করিল ঃ

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-কৌশল আজ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের জন্য একটি মডেল। আজকে যে শিশু-কিশোর আগামী দিনে সে-ই হবে এ উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। তাদের একটি স্বাধীন দেশের এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন এখনো আশাপ্রদ নয়। স্বাধীনতার পর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রবর্তন করা হয় শিশু আইন ১৯৭৪। পরবর্তীতে জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়। শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৫-২০১০ গ্রহণসহ বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশু বিষয়ক অধিকাংশ সনদ অনুসমর্থনসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত বহু আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক ঘোষণায় বাংলাদেশ অংশীদার। গৃতীত এ সকল পদক্ষেপ এবং সরকার, মালিক, শ্রমিক পক্ষের ঐক্যমত ও আন্তরিকতায় তৈরী পোষাক শিল্প হতে শিশুশ্রম প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম বিদ্যমান। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে শিশুশ্রম সংক্রান্ত এ পরিস্থিতি অনভিপ্রেত।

প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের তাগিদ দিচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য-নতুন মূল্যবোধের। এ পরিবর্তনে ভারসাম্য রক্ষায় পুরনো আইনের সংস্কারের পাশাপাশি প্রণয়ন করতে হচ্ছে নতুন নীতিমালা ও বিধি-বিধান। সমাজ পরিবর্তনের এ ক্রান্তিকালে সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ যেন হারিয়ে না যায়, আবার পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৃষ্ট মূল্যবোধকেও যেন সাদরে ও সযত্নে স্থান করে নেয়া হয়, তার জন্যে চাই একটি সামাজিক ঐক্যমত। এ সামাজিক ঐক্যমত তথা এ নীতিমালার ভিত্তিতেই মূলতঃ আবর্তিত হতে থাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনের রীতি-নীতি।

বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা সরকারি- বেসরকারি পর্যায় তথা আপামর সুধী সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ অনুধাবন করে আসছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি এবং সাম্প্রতিককালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনসমূহের আলোকে শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান এ নীতিমালায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। দেশে প্রচলিত শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে এ নীতিমালার সাথে সমন্বিত হবে এবং ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নকালে এ নীতিমালাই হবে নীতি-নির্ধারক/পথপ্রদর্শক-এ প্রত্যাশায় **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি** ২০১০ ঘোষিত হলো।

২। বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতি

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। যে বয়সে একটি শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া, আনন্দচিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা সেই বয়সে ঐ শিশুকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে একজন পিতা যখন তার পরিবারের ভরণপোষণে ব্যর্থ হয় তখন ঐ পিতার পক্ষে তার সন্তানদের পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। আর এভাবে একটি শিশু একবার পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হবার পর সে হারিয়ে যায় অগণিত মানুষের মাঝে। এদের কেউ তখন হোটেল-রেস্তোঁরায়, কেউ ফ্যাক্টরি-ওয়ার্কশপে, কেউবা বাসা-বাড়িতে কাজ নেয়। উল্লিখিত কাজ ছাড়াও শিশুরা বাজারে বোঝা টানা, মিস্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, রিকসা বহন, ঠেলা গাড়ী টানা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকে। কোন কাজ না পেয়ে কেউ আবার ছিন্নমূল শিশুতে পরিণত হয়। সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এসকল শিশুর সুকুমার বৃত্তিগুলো আর প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায় না। ফলে এ শিশুরা সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের আর একটি অভিশপ্ত দিক হলো, কর্মের প্রলোভন দেখিয়ে এক শ্রেণীর প্রতারক একটি শিশুকে ঘর থেকে বের করে গ্রাম থেকে শহরে অবশেষে শহর থেকে বিদেশে পাচার করে। এভাবে পাচার হওয়া মেয়ে শিশুদের পতিতাবৃত্তি ও পর্ণোগ্রাফী এবং ছেলে শিশুদের বিভিন্ন অসামাজিক/অমর্যাদাকর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩। শিশুশ্রমের কারণ

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগান দেয়া আর সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ পরিস্থিতিতে, বয়সের কথা বিবেচনা না করে পিতার পেশায় বা অন্য কোনো পেশায় সন্তান নিয়োজিত হয়ে আয়-রোজগার করলে

পিতামাতা একে লাভজনক মনে করেন। অন্যদিকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বা ঝরে পড়া শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। শিশুদের স্বল্প মূল্যে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তা/মালিক/ম্যানেজার/কর্তৃপক্ষও শিশুদের কাজে নিয়োগ করার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী থাকে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থাও শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে পরিবারের প্রধান তথা পিতার যদি মৃত্যু ঘটে তবে ঐ পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া তো দূরের কথা, ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাই দায় হয়ে পড়ে। পারিবারিক ভাঙ্গনে পিতামাতা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তাদের সন্তানদের খবর কেউ রাখে না। এ ছাড়া দরিদ্র পরিবারগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করার কারণে সন্তান-সন্ততির সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এদের ভরণপোষণে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো ভীষণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়।

গ্রামে কাজের অপ্রতুল সুযোগ, সামাজিক অনিশ্চয়তা, মৌলিক চাহিদা পূরণের অভাব, ইত্যাদি কারণে গ্রাম থেকে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে অহরহ। এ জাতীয় প্রতিটি ঘটনা-দুর্ঘটনাই প্রতিনিয়ত শিশুদের ঠেলে দিচ্ছে কায়িক শ্রমের দিকে।

পিতামাতার স্বল্প শিক্ষা, দারিদ্র এবং অসচেতনতার কারণে তারা শিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। সন্তানদের ১০/১৫ বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার ধৈর্য্য তখন তাদের থাকে না। শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগের অভাব এবং শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের অসচেতনতা/উদাসীনতায় শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর জীবনে গৃহস্থালির কাজে গৃহকর্মীর উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, গতানুগতিক সংস্কৃতির কারণে গ্রামে লেখাপড়ায় মগ্ন শিশুটিকেও নিয়ে আসা হয় শহরে বাসার কাজের জন্য।

৪। **শিশুশ্রমঃ সাংবিধানিক ও আইনগত অবস্থান**

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার অংশের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ৪০ এবং ৪১-এ মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষতঃ জবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।

(খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে শিশু এবং শিশু অধিকার সংরক্ষণে প্রবর্তিত হয় শিশু আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৩৯ নং আইন)। এ আইনের শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ আইনে মূলতঃ শিশুদের প্রাধান্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত, দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে শিশুর রক্ষাকবচ, ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত পরিমণ্ডলে আলোচিত হয়েছে এ আইনে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ আইন একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

(গ) বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ শিশু ও কিশোর এর সংজ্ঞা ও ৩য় অধ্যায়ের ধারা ৩৪-৪৪ এ কিশোর এবং শিশু নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করা আছে। এ আইনে আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যে-কোনো শিশুর নিয়োগ রহিত করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, সরকার সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ (hazardous) কাজের তালিকা প্রকাশ করবে এবং এ ধারণের কাজে শিশু/কিশোরদের নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হলে শিশু বা কিশোরকে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার জন্য শর্তাধীনে নির্ধারিত হালকা কাজে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

(ঘ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি সফল রক্ষাকবচ। এ আইনে শিশুর জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে দেয়ায় ভবিষ্যতে বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান ঘটবে।

(ঙ) শিশু নীতি ১৯৯৪-এ শিশু অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণ, শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত এবং দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশের উদ্যোগ ও প্রয়াস প্রসংশিত হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC), আইএলও কনভেনশন ১৮২-সহ শ্রম সংক্রান্ত তেত্রিশটি কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে।

উল্লিখিত আইনগত বিধানের পাশাপাশি এসকল আইনের সুষ্ঠু ও সুশৃংখল প্রায়োগিক বিকাশের নিশ্চয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক।

৫। **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর লক্ষ্যসমূহ ঃ**

ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ সকল ধরনের শিশুশ্রম হতে শিশুদের প্রত্যাহার করে তাদের জীবনের অর্থপূর্ণ পরিবর্তন সাধনই এ নীতির মূল লক্ষ্য যা নিম্নরূপ ঃ

(১) ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার;

(২) শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্রের চক্র হতে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতামাতাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;

(৩) শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়া আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান;

(৪) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, খরা ও মরুকরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনা;

(৫) আদিবাসী সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;

(৬) শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সকল সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(৭) শিশুশ্রম নিরসনে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ;

(৮) শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(৯) বাংলাদেশ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৬। শ্রমজীবী শিশুর সংজ্ঞা ও বয়স

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলে, এমন কি বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনি দলিলেও 'শিশু', 'কিশোর' এর সংজ্ঞা একেক ভাবে বর্ণিত আছে। শিশু-কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণে বয়সের বিষয়টিই মূখ্য বিবেচিত হওয়ায় সরকারি দলিলে শিশু-কিশোরদের একটি অভিন্ন বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হলে ভাল হত, বিভিন্ন মহল থেকে এমনটি দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুদের সাথে উন্নত দেশের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং তাদের বহুমাত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে যেয়ে দলিল ভেদে বাংলাদেশের শিশুদের বয়সের এ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞাও বয়সভিত্তিক। এ আইনের ২(৮) নং ধারায় 'চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই' এমন কোন ব্যক্তি "কিশোর" এবং ২(৬৩) নং ধারায় 'চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই' এমন কোন ব্যক্তিকে "শিশু" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে "শিশুশ্রম" বা "শিশুশ্রমিক" এর কোন সংজ্ঞা সরকারি- বেসরকারি কোন দলিলে পরিলক্ষিত হয় না। এমতাবস্থায়, শিশুশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনায় 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর বয়সভিত্তিক সংজ্ঞাটি অনুসরণীয়। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন শিশু দ্বারা সম্পাদিত শ্রম 'শিশুশ্রম' হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে "শিশুশ্রমিক" বলে কোন ব্যক্তি-শ্রমিক এর অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রমে নিয়োজিত শিশুর বিশেষণ হিসেবে "শিশুশ্রমিক"এর স্থলে 'শ্রমে নিয়োজিত শিশু' বা 'শ্রমজীবী শিশু' ইত্যাদি বাক্য/বাক্যসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

৭। শিশুশ্রম ও শ্রমজীবী শিশুর শ্রেণীবিভাগ

(ক) প্রধানত দু'টি সেক্টরে বাংলাদেশে শিশুশ্রম বিরাজমান;

(১) আনুষ্ঠানিক সেক্টর;

যথা ঃ শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, জাহাজ ভাঙ্গা, ইত্যাদি।

(২) অনানুষ্ঠানিক সেক্টর;

যথা ঃ কৃষি, পশুপালন, মৎস্য শিকার/মৎস্য চাষ, গৃহকর্ম, নির্মাণকর্ম, ইটভাঙ্গা, রিকশাভ্যান চালনা, মজুর, ছিন্নমূল শিশু ইত্যাদি।

(খ) বিদ্যমান আইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা কর্মে শিশুরা সাধারণত ছয়ভাবে নিয়োজিত থাকে;

(১) প্রশিক্ষণার্থী;

(২) বদলী;

(৩) নৈমিত্তিক;

(৪) শিক্ষানবিশ;

(৫) সাময়িক এবং

(৬) স্থায়ী কর্মী।

৮। শিশুশ্রম বিনিময় মজুরি ও কর্মঘন্টা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবিক অর্থে অল্প মজুরি দিয়ে অধিক কর্মঘন্টায় নিয়োজিত রাখা যায় বলে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের ক্ষেত্রে মালিকদের অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মজুরি ছাড়া পেটেভাতে বা স্বল্পতম শ্রম বিনিময় মজুরি নিয়ে শিশু-কিশোরদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এ অবস্থার নিরসনকল্পে শিশুশ্রম সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালের সময়ের জন্য শিশু-কিশোরদের ন্যায়সঙ্গত শ্রম বিনিময় মজুরি (আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় সেক্টরেই) নির্ধারণ করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

৯। শ্রমজীবী শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) ও পুষ্টি

শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যে সমস্ত উদ্যোগ/কার্যক্রম ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন তথা ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)সহ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিদ্যমান উদ্যোগসমূহের কার্যকর ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। এ ছাড়া, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম অনতিবিলম্বে গ্রহণপূর্বক তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০। শ্রমজীবী শিশুর কর্মপরিবেশ

শিশুদের শ্রমে নিয়োগে ব্যাপক বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির বিপাকে কোন কোন শিশু এক সময়ে শ্রমে নিয়োজিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শিশুর কর্মপরিবেশ যেন অনুকূলে থাকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রমে নিয়োজিত একজন শিশু যদি ঃ

- দৈনিক সর্বোচ্চ পাঁচ কর্মঘন্টার অতিরিক্ত সময় কাজ করে;
- এমন কাজ করে যা তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থানের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করে;
- নিরাপত্তাহীন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে;
- বিনামজুরি, অনিয়মিত মজুরি, স্বল্প মজুরিতে কাজ করে;
- সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে;
- শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করে;
- বাধ্য হয়ে কাজ করে;
- ব্যক্তি মর্যাদা হেয় করে এমন কাজ করতে বাধ্য করে;

- শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়; এবং
- বিশ্রাম বা বিনোদনের কোন সুযোগ না পায়।

তাহলে, উক্ত কর্মপরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য তথা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অমর্যাদাকর। এ পরিবেশ থেকে শিশুকে উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমে নিয়োজিত একজন শিশুর কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য মালিক/নিয়োগকর্তা শিশু এবং শিশুর অভিভাবকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করবে ঃ

(ক) শিশুর সামর্থ অনুযায়ী ঝুঁকিবিহীন কাজ

- শিশুকে আইনের দ্বারা কর্মে নিয়োগের নির্ধারিত বয়স অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করা এবং ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োগ না করা;
- গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা সাধারণত সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত থাকে বিধায় তাদের লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া, আনন্দ-বিনোদন নিশ্চিত করা এবং তাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো থেকে বিরত রাখা;
- শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন না করা।

(খ) কাজের শর্ত

বিধি মোতাবেক শিশুদের কাজে নিয়োগের পূর্বে মালিক/ নিয়োগকর্তা শিশু এবং শিশুর অভিভাবকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কাজের সুস্পষ্ট শর্ত তৈরি করবেন। এ তালিকায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা সেক্টর অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে ঃ

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ থেকে বিরত থাকা;
- দৈনিক কর্মতালিকা থাকা;
- দৈনিক কর্মঘন্টার উল্লেখ;
- সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন ছুটির ব্যবস্থা;
- লেখাপড়া অথবা দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুযোগ;
- নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত বেতন প্রদান;
- চাকুরিচ্যুতির কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবহিত করা ইত্যাদি।

(গ) কর্মস্থলের পরিবেশ

- কর্মস্থলের পরিবেশ অবশ্যই শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে হবে;
- কর্মস্থলের পরিবেশ কখনই এমন হবে না, যা শিশুকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে অথবা উৎসাহিত করে;
- অমর্যাদাকর বা মানহানিকর কোন কাজে শিশুকে নিয়োগ বা লিপ্ত করা যাবে না।

(ঘ) শিক্ষা ও বিনোদন

- যেহেতু শিক্ষা ও বিনোদন শিশুর মৌলিক অধিকার, সে কারণে নির্ধারিত কর্মঘন্টা অর্থাৎ দৈনিক পাঁচ ঘন্টার পর একটি নির্দিষ্ট সময় (কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট হতে এক ঘন্টা) বিরতি দিয়ে যথাযথ শিক্ষা/বিনোদনের সুযোগ দেয়া ও সুব্যবস্থা রাখা;
- শিশুরা যে কাজেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, কর্মঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত শিশুর যথাযথ শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি মালিক বা নিয়োগকর্তা নিশ্চিত করবেন;
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষ করে শিশু অধিকার সপ্তাহ, জাতীয় শিশু দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস ইত্যাদিতে শ্রমজীবি শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

(ঙ) চিকিৎসা

- কর্মকালীন সময়ে শিশু কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে অথবা অসুস্থ হলে মালিক/নিয়োগকর্তা সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনসহ যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন;
- অসুস্থতার সময় শিশুদের পরিবারের সাথে নিয়মিত সাক্ষাতের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ

- গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করতে হবে;
- অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(ছ) শিশুর ভবিষ্যত নিরাপত্তার ব্যবস্থা

- কোন শিশু ক্রমাগত ছয় মাস কাজ করলে সাধ্যানুযায়ী শিশুর ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে, যেমন ঃ বীমা, সঞ্চয়, ইত্যাদি;
- শিশুরা সহজেই কারিগরি বিষয় রপ্ত করতে পারে। এ জন্য শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রচলিত আইনের আলোকে উন্নততর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যেন আগামী দিনে তারা বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে;
- কর্মমেয়াদ শেষে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা ।

১১। প্রতিবন্ধী, বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত, পথশিশু, অনগ্রসর ও নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ

শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু, পথশিশু, পরিত্যক্ত অনাথ শিশু এবং বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এদের জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিকুল পরিস্থিতিতে এই শিশুদের কেউ যদি কোন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শ্রমে নিয়োজিত হয় তবে তাদের চাকুরির শর্তাবলী স্বাভাবিক শ্রমজীবী শিশুর চেয়ে শিথিল করা এবং বিশেষ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য ঐসব প্রতিষ্ঠানের মালিক/নিয়োগকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২। শিশুশ্রম নিরসনঃ বাস্তবোচিত কর্মকৌশল নির্ধারণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সকল ধরনের শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল উদ্যোগ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম পরিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকার আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে শিশুশ্রম নিরসনে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সরকারের এ প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারে ঃ

- নীতি বাস্তবায়নে কর্মকৌশলের ক্ষেত্র নির্ধারণ
- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ
- কার্যক্রম নির্ধারণ
- সময়সীমা নির্ধারণ
- দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নির্ধারণ
- সহায়তাকারী সংস্থা নির্ধারণ

উপর্যুক্ত ছয়টি কর্মকৌশলকে বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে ঃ

(ক) নীতি বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

(১) **প্রধান লক্ষ্য** ঃ সার্বিকভাবে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম** ঃ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের (worst form) শিশুশ্রম নির্মূল করার ক্ষেত্রে কার্যকর কর্মকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।

(৩) **সময়সীমা** ঃ ২০১০-২০১৫

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা** ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা** ঃ

- শ্রম পরিদপ্তর;
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর;
- নিম্নতম মজুরি বোর্ড;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধঃস্থন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক কার্যালয়;
- মালিক সংঘ, শ্রমিক সংগঠন;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
- প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়;
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(খ) শিক্ষা

(১) **প্রধান লক্ষ্য** ঃ শ্রমে নিয়োজিত হতে পারে এমন শিশুদের বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক/প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম** ঃ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান।

(৩) **সময়সীমা** ঃ ২০১০—২০১৫

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা** ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা** ঃ

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- মালিক সংঘ, শ্রমিক সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(গ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

(১) **প্রধান লক্ষ্য** ঃ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নীতির আওতায় তাদের গৃহে ও কর্মস্থলে পৃথক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং যথাযথভাবে তার বাস্তবায়ন।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম** ঃ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

(৩) **সময়সীমা** ঃ ২০১০—২০১৫

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা** ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা** ঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- অন্যান্য অধঃস্তন বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়;
- মালিক সংঘ;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(ঘ) সামাজিক সচেতনতা/উদ্বুদ্ধকরণ

(১) **প্রধান লক্ষ্য** ঃ জনসাধারণের মাঝে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তন সাধন।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম** ঃ শিশু ও শিশুর অভিভাবক, নিয়োগকর্তা/মালিক সংঘ, ট্রেড ইউনিয়ন, পেশাজীবি সংগঠন, মিডিয়াসহ সমাজে প্রতিনিধিত্বকারী সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের মাঝে শিশুশ্রম সংক্রান্ত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ও সমাজের সকল স্তরের মানুষকে শিশুশ্রমে নিরুৎসাহিত করা।

(৩) **সময়সীমা** ঃ ২০১০—২০১৫ এবং চলমান

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা** ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা** ঃ

- তথ্য মন্ত্রণালয়;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস);
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন;
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া;
- পেশাজীবী সংগঠন/ট্রেড ইউনিয়ন;
- শিশু ও কিশোর সংগঠনসমূহ;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(ঙ) আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

(১) **প্রধান লক্ষ্য:** বিদ্যমান আইন সংস্কার, আইন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন, আইন ও বিধির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ শিশুশ্রম নিরসন।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম:** শিশুশ্রমের আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোকে আইন ও বিধির আওতাভুক্ত করা এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন করে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, ঝুঁকিপূর্ণ, নিরাপদ, হালকা এবং ভারী কাজের পৃথক পৃথক তফশিল সংযোজন করা।

(৩) **সময়সীমা:** ২০১০—২০১৫

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা:**

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা:**

- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ/সংসদ সচিবালয়;
- অ্যাটর্নী জেনারেলের কার্যালয়;
- আইন কমিশন।

(চ) কর্মসংস্থান/শ্রমবাজার

(১) **প্রধান লক্ষ্য:** ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষিত শিশু/কিশোরদের আইন অনুযাযী কাজের উপযুক্ত হওয়ার পর তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম:** আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় সেক্টরে শ্রমে নিয়োজিত শিশু বা কিশোররা কোন নির্দিষ্ট কাজে দক্ষতা অর্জন করলে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জন্য দেশে/বিদেশে যথাযথ ও পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ ধরনের শিশুদের পরিবারকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

(৩) **সময়সীমা:** ২০১০—২০১৫ এবং চলমান

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা:**

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা:**

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;
- কৃষি মন্ত্রণালয়;
- শিল্প মন্ত্রণালয়;
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- নিয়োগকর্তা/মালিক সংঘ;
- বিজিএমইএ/বিকেএমইএ/এফবিবিসিসিআই/ বায়রা ইত্যাদি;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(ছ) শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুর নিরাপত্তা

(১) **প্রধান লক্ষ্য:** শিশুদের শ্রম হতে বিরত রাখা, কর্মরত শিশুদের জীবনের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, গ্রাম থেকে শিশুদের শহরে অনিরাপদ অভিবাসন রোধ করা এবং শিশুদের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের জীবনের ঝুঁকি কমানো।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম:**

- দারিদ্র, নদী ভাঙ্গন, পারিবারিক ভাঙ্গন, পাচার ইত্যাদি কারণে শিশুরা যাতে গ্রাম ছেড়ে শহরে না আসে সে জন্য গ্রাম পর্যায়েই অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের পরিবারের সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান/বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে নিরাপদে রাখা, কর্মঘন্টা, মজুরিসহ সকল ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা;
- শিশু পাচার রোধ করা।

(৩) **সময়সীমা:** চলমান

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা:**

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা:**

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- বিভাগ, জেলা, উপজেলা প্রশাসন;
- স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন;
- স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা।

(জ) সামাজিক ও পারিবারিক পুনর্মিলন

(১) **প্রধান লক্ষ্য:** সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের কাজ থেকে শিশুদের উদ্ধার করে সামাজিক ও পারিবারিক পুনর্মিলনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম:**

- যেসব শিশু অল্প বয়স হতে দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে জড়িত আছে তাদেরকে সেসব আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টর থেকে ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহারপূর্বক সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসা;
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পারিবারিক পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করা;
- শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিভাগ, জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশোধন কেন্দ্র, পুনর্বাসন কেন্দ্র, ড্রপ-ইন-সেন্টার, হেল্পলাইন, সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, খাদ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

(৩) **সময়সীমা:** ২০১০—২০১৫ এবং চলমান

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা:**

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা:**

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- নিয়োগকর্তা/মালিক সংঘ;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(ঝ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

(১) **প্রধান লক্ষ্য:** শিশুশ্রমের মূল কারণ উদঘাটন ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম:** দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতি, শিশুশ্রমের কারণ, প্রতিকারের উপায়, শিশুশ্রম নীতিমালা বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ গবেষক সৃষ্টি এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ আইন, বিধি ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্কারের ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। তাছাড়া শিশুশ্রমের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোকে যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা করা। তাছাড়া শিশুশ্রমের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোকে যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক সমন্বিত জরিপের মাধ্যমে তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন এবং আহরিত তথ্যের নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজ তৈরী করা।

(৩) **সময়সীমা:** চলমান

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা:**

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা:**

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বেসরকারি সংস্থা;
- আন্তর্জাতিক সংস্থা;
- আঞ্চলিক সহযোগিতা, যেমন: সার্ক, আসিয়ান, ইত্যাদি।

(ঞ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(১) **প্রধান লক্ষ্য:** নীতি বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সামাজিক সচেতনতা/উদ্বুদ্ধকরণ, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, কর্মসংস্থান/শ্রমবাজার, শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুর নিরাপত্তা ও পারিবারিক পুনর্মিলন সংক্রান্ত নীতির বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সহায়তাকারী সংস্থাসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ বাস্তবায়নে তৎপর কিনা তা যথাযথ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদান করা।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রমঃ** মূল সমন্বয়কারী সংস্থাগুলোর নেতৃত্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সহায়তাকারী সংস্থাসমূহ নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সময়োপযোগী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সহায়তাকারী সংস্থাসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

(৩) **সময়সীমা:** চলমান

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা:**

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা:**

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- কৃষি মন্ত্রণালয়;
- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়;
- বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- অন্যান্য অধঃস্তন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়;
- মালিক ও শ্রমিক সংগঠন;
- বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

১৩। ফোকাল মিনিস্ট্রি/ফোকাল পয়েন্ট

শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলো সরকারের পক্ষে তদারকি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় থাকা আবশ্যক। শিশুদের বিষয়সমূহ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শ্রম সংক্রান্ত বিষয়সমূহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধান করে থাকে। কিন্তু 'শিশুশ্রম' এর বিষয়টি তত্ত্বাবধান করার সার্বিক দায়িত্ব এখনো কোন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্দিষ্ট করা নেই। এ বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় শিশুশ্রমের যাবতীয় বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করার সার্বিক দায়িত্ব ফোকাল মিনিস্ট্রি হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে দেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম অনুবিভাগকে শিশুশ্রম সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১৪। শিশুশ্রম ইউনিট

শিশুশ্রম নিরসনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-অধিদপ্তরসহ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, এনজিও ও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের ব্যাপক উপস্থিতি ও আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুস্বাক্ষরের (ratification) প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের নিমিত্ত শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রমের আরো ব্যাপ্তি ঘটবে। **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০**-এ যে কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল কর্মকাণ্ডের কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম উইং-এর নেতৃত্বে একটি চাইল্ড লেবার ইউনিট গঠন করা যেতে পারে।

১৫। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল

জাতীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্য সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন এবং শিশুশ্রম বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সরকারকে পরামর্শ প্রদানকল্পে এ কাউন্সিল Think Tank-এর দায়িত্ব পালন করবে। **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০** বাস্তবায়ন, শিশু ও শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারক মহলে লবিং করা, শিশুশ্রম পরিস্থিতির গুরুতর বিপর্যয়ের শুনানি, তদন্ত ও প্রতিকারের সুপারিশসহ এ সকল বিষয়কে আইনের আওতায় আনাই হবে এ কাউন্সিলের কাজ।

১৬। বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ

শিশুশ্রম নিরসন একটি চলমান এবং ব্যাপক কার্যক্রমের সমাহার। সরকারের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী বেসরকারি সংস্থাসমূহ শিশুশ্রম নিরসনে নিজ নিজ কর্মসূচি মোতাবেক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ নীতির আলোকে পুনর্বিন্যাস (redesign) করার উদ্যোগ নিবে। ভবিষ্যতে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশে কাজ করতে আগ্রহী দাতা সংস্থাসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ নীতির আলোকেই তাদের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১৭। উপসংহার

সুস্থ ও স্বাভাবিক শৈশবের নিশ্চয়তা সকল শিশুর জন্মগত অধিকার। শিশুর এ শাশ্বত অধিকার থেকে আমদের দেশের অনেক শিশুই এখনও বঞ্চিত। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা জীবিকা অর্জনের তাগিদে বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হয় যা তাদেরকে ঠেলে দেয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের জন্য পারিবারিক, সামাজিক, সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল মহল প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উদ্যোগ নিয়ে **'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০'** বাস্তবায়নে এগিয়ে এলে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমসহ সকল প্রকার শ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে। এ দলিলের আলোকে যদি শিশু ও শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিরাজমান আইন ও আইনের বিধি-বিধানগুলোর পুনর্বিন্যাস এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় তবে আমাদের শিশুরা আগামীতে অবশ্যই আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবীর
সিনিয়র সহকারী প্রধান।